গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন

ভূমিকা:

বাংলাদেশ নদীমাতৃক কৃষিনির্ভর দেশ। এদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাঁওড়-বাওর, পুকুর-ডোবা হাঁস পালনের জন্য উপযোগী। এছাড়া বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য অনুকূল। গ্রামবহুল এদেশে পারিবারিকভাবে হাঁস পালন একটি প্রথা। অল্প খরচে অধিক মুনাফা অর্জনে হাঁস প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যের অর্ধেকেরও বেশি পূরণ করতে পারে।

:

দেশে প্রচুর খাল-বিল, নদী-নালা থাকায় একজন খামারি সামান্য পরিমাণ খাদ্য প্রদান করে সারা বছরই লাভজনকভাবে হাঁস পালন করতে পারেন। প্রাণীজ আমিষের প্রধান উৎসের মধ্যে হাঁসের মাংস ও ডিম অন্যতম। প্রাকৃতিক উৎসের উপর নির্ভর করে হাঁস পালন করলে উৎপাদন খরচ অনেক কম হবে।

হাঁসের জাত এবং জাতসমূহের বৈশিষ্ট্য:

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান হাঁস উৎপাদনকারী এলাকাগুলোতে যেমন নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এর নিচু এলাকা এবং অন্যান্য এলাকায় যেখানে অধিক সংখ্যক হাঁস পালন করা হয় সে সমস্ত এলাকায় প্রাপ্ত হাঁসের জাত ও তাদের শতকরা হার এবং জাতসমূহের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:-

জাত	শতকরা হার	হাঁসার ওজন (কেজি)	হাঁসির ওজন (কেজি)	প্রথম ডিম পাড়ার বয়স	প্রতি বছরে ডিম দেয়	প্রতি ডিমের ওজন	দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ
খাকি ক্যাম্পবেল	৪৫	২-২.৫০	১-১.৫	২০ সপ্তাহ	২৫০-৩০০ টি	৬৯ গ্রাম	১৭৬ গ্রাম
জিন্ডিং	২০	২.০০	১.৫০	১৮ সপ্তাহ	২৭০ টি	৬৮ গ্রাম	১৬০ গ্রাম
ইন্ডিয়ান রানার	৫	২-২.৫০	১-২	২০ সপ্তাহ	২৫০-৩০০ টি	৬৬ গ্রাম	১৬৫ গ্রাম
দেশি	৩০	১.২৫-১.৫০	১.০০	২০ সপ্তাহ	৭০-৮০ টি	৪৫-৫০ গ্রাম	১৪০ গ্রাম

এছাড়া সারা দেশে পালিত হাঁসের মধ্যে দেশি জাতের হাঁসের আধিক্য দেখা যায়।

হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিংকালীন ব্যবস্থাপনা:

বাচ্চা ফোটার পর থেকে ৫-৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করাই হচ্ছে ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা। ব্রুডিংকালে হাঁসের বাচ্চার পর্যাপ্ত যত্ন নিশ্চিত করতে হবে। এ সময় হাঁসের বাচ্চার মৃত্যুহার খুব বেশি। এই সময়ে হাঁসের বাচ্চার তাপ, আর্দ্রতা, আলো ও বায়ু চলাচল সঠিক হতে হবে। বাচ্চা পালনের ক্ষেত্রে প্রথম দিন থেকে ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে নিম্নোক্তহারে (সারণী-১) তাপমাত্রা, বায়ু চলাচল ও আলো সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বাচ্চার ঘর যেন সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সারণী-১: হাঁসের বাচ্চা ব্রুডিংকালে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম তাপ, আলো ও বায়ু চলাচল এবং হাঁসের বাচ্চার প্রাপ্তি স্থান:

বয়স (সপ্তাহ)	তাপমাত্রা (ফাঃ)	আলো প্রদান (ঘন্টা/দিন)	বায়ু চলাচল	বাচ্চা প্রাপ্তি স্থান
				সরকারি হাঁস প্রজনন খামারের নাম
১	৯৫	২০	ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে ক্ষতিকর গ্যাস বেরিয়ে যাবে, আর্দ্রতা ঠিক থাকবে ও বাচ্চা সুস্থ থাকবে।	কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার নারায়নগঞ্জ এছাড়া আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার দৌলতপুর-খুলনা, কিশোরগঞ্জ, নওগাঁ, সুনামগঞ্জ, রাংগামাটি, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, মাগুরা, কুড়িগ্রাম, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, মাদারীপুর, নীলফামারী, কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ, ভোলা, নাসিরনগর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বেলকুচি-সিরাজগঞ্জ, কাশিপুর-বরিশাল, ঝালকাঠি।
২	৯০	১৮		
৩	৮৫	১৪		
৪	৮০	১২		
৫	৭৫	১২		
৬	৭০	১২		

ইহা ছাড়াও গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা এবং দেশের অন্যান্য স্থানে তুষ পদ্ধতিতে উৎপাদিত হাঁসের বাচ্চা খামারিরা ইচ্ছা করলে ক্রয় করতে পারেন।

হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা:

গ্রামাঞ্চলে হাঁস অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিতে পালন করা হয়। পুকুর, খাল, বিল, নদী ইত্যাদিতে হাঁস চড়ে বেড়ায় এবং সেখান থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে।

এই সমস্ত এলাকায় খাদ্য প্রাপ্তির উপর (যেমন শামুক, ঝিনুক ও অন্যান্য জলজ প্রাণী) তাদের উৎপাদন নির্ভর করে। অনেক খামারি চড়ে খাওয়ানোর পাশাপাশি চালের কুঁড়া, চাল ভাঙ্গা, গম ভাঙ্গা ইত্যাদি খেতে দেয়। এছাড়া দেখা গেছে, কোন কোন খামারিদের সুষম খাবার তৈরি ও খাওয়ানো পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। ফলে পরবর্তীতে হাঁসের ডিম উৎপাদন কম হয়। এ কারণেই খামারিদের জন্য হাঁসের খাদ্য সূত্র (সারণী-২) খামারির নমুনা হিসেবে প্রদান করা হল।

সারণী-২: বিভিন্ন বয়সের হাঁসের খাদ্য তৈরির সূত্র:

খাদ্য উপাদান (%)	হাঁসের বাচ্চা (০-৬ সপ্তাহ)	বাড়ন্ত হাঁস (৭-১৯ সপ্তাহ)	ডিম পাড়া হাঁস (২০ সপ্তাহ ও তদূর্ধ্ব)
গম ভাঙ্গা	৩৬.০০	৩৮.০০	৩৭.০০
ভুট্টা ভাঙ্গা	১৮.০০	১৬.০০	১৬.০০
চালের কুঁড়া	১৮.০০	১৭.০০	১৭.০০
সয়াবিন মিল	২২.০০	২৩.০০	২৩.০০
প্রোটিন কনসেনট্রেট	২.০০	২.০০	২.০০
ঝিনুক চূর্ণ	২.০০	২.০০	৩.৫০
ডিসিপি	১.২৫	১.২৫	০.৭৫
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	০.২৫	০.২৫	০.২৫
লাইসিন	০.১০	০.১০	০.১০
মিথিওনিন	০.১০	০.১০	০.১০
লবণ	০.৩০	০.৩০	০.৩০
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

হাঁসের ঘরের ব্যবস্থাপনা:

তাপমাত্রা:

হাঁসের জন্য অতিরিক্ত গরম ও অতিরিক্ত ঠান্ডা দুটিই ক্ষতিকর। ঘরের তাপমাত্রা সাধারণত ১১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত রাখাই সর্বোত্তম।

আর্দ্রতা:

হাঁসের ঘরের আর্দ্রতা ৭০% থাকাই বাঞ্ছনীয়। অনুকূল পরিবেশ এবং আবহাওয়ায় হাঁসের লোম গজানো, শারীরিক বৃদ্ধি এবং ডিম উৎপাদন ভাল হয়। ঘরের আর্দ্রতা ৭০% এর বেশি হলে ককসিডিয়া ও কৃমি দেখা দিতে পারে। ঘরের লিটার শুকনা রাখা এবং বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত সুবিধা রাখলে এসব রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়।

আলো:

হাঁসের ডিম উৎপাদন ভাল পাওয়ার জন্য আলোর ভূমিকা অপরিসীম। প্রথম ৬ সপ্তাহে রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখা হলে খাদ্য বেশি খাবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে। ডিম পাড়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘন্টা আলো থাকা দরকার। দিনের আলোর দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে অতিরিক্ত কৃত্রিম আলো বাল্বের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হবে।

বাতাস চলাচল (ভেনটিলেশন):

হাঁসের ঘরে বাতাস চলাচল ব্যবস্থা খুবই জরুরি। ঘরের বেড়া তারের জালের বা বাঁশের তৈরি ছিদ্রওয়ালা হলে আলো বাতাস চলাচলে সুবিধা হয়।

মেঝে এবং মেঝের পরিমাণ:

মেঝে অবশ্যই শুকনা হতে হবে এবং মেঝেতে কোন প্রকার গর্ত থাকা চলবে না। ১-২ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ০.৫ বর্গফুট, ৩-৪ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ১ বর্গফুট এবং ৫-৭ সপ্তাহ ও এর উপরের বয়সের হাঁসের জন্য ২ বর্গফুট জায়গার দরকার।

খাবার ও পানির পাত্র:

হাঁসের ঘরে পানির জন্য ওয়াটার চ্যানেল তৈরি করতে হবে যার প্রস্থ ২০˝ এবং গভীরতা ৮-৯˝ হবে। ওয়াটার চ্যানেলের পানি অপরিষ্কার হলে তা বের করে পরিষ্কার পানি দিতে হবে। পানির নিকটে খাবারের পাত্রে খাবার দিতে হবে।

হাঁসের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা:

হাঁস পালন মুরগির তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ। হাঁসের দু'টি মারাত্মক রোগ হলো ডাক প্লেগ ও ডাক কলেরা। সারণী-৩ এ বর্ণিত টিকাদান কর্মসূচি নিয়মিত অনুসরণ করলে হাঁসের রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। এছাড়া আজকাল খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত রোগ যেমন আফলাটক্সিন ও বটুলিজম এর কারণে হাঁসের মৃত্যু ঘটতে দেখা যাচ্ছে। কাজেই খাদ্য তৈরির সময় বিশেষ করে ভুট্টাবীজ খুব ভালভাবে নির্বাচনপূর্বক অন্যান্য খাদ্য উপাদান সঠিকভাবে নির্ধারণ করে খাদ্য তৈরি করলে এ সমস্যা এড়ানো সম্ভব।

রোগের নাম	টিকার নাম	প্রাপ্তিস্থান	প্রয়োগের বয়স	প্রয়োগ পদ্ধতি
ডাক প্লেগ	ডাক প্লেগ টিকা	প্রাণিসম্পদ দপ্তর	প্রথম মাত্রা ২১-২৮ দিন বয়সে, দ্বিতীয় মাত্রা (বুস্টার ডোজ) ১ম মাত্রার ১৫ দিন পর অর্থাৎ ৩৬-৪৩ দিন বয়সে, পরবর্তী প্রতি ৪-৫ মাস পর পর একবার	বুকের মাংসে/প্রয়োগ বিধিমতে
ডাক কলেরা	ডাক কলেরা টিকা	প্রাণিসম্পদ দপ্তর	প্রথম মাত্রা ৪৫-৬০ দিন বয়সে, দ্বিতীয় মাত্রা (বুস্টার ডোজ) ১ম মাত্রার ১৫ দিন পর অর্থাৎ ৬০-৭৫ দিন বয়সে, পরবর্তী প্রতি ৪-৫ মাস পর পর একবার	ডানার তলদেশে পালক ও শিরাহীন স্থানে চামড়ার নিচে/ প্রয়োগ বিধিমতে

প্রকাশকাল : আগস্ট, ২০২২ খ্রি:
প্রকাশ সংখ্যা : ৩০,০০০ কপি
প্রকাশক : উপ-পরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন, ২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
ফোন : ০২-৫৫০১২৮০৬, ফ্যাক্স : ০২-৫৫০১২৮০৮
ই-মেইল : flidmofl@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.flid.gov.bd
মুদ্রণে : **এম. এম. নকশী**, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়